48965 - ক্বদররে রাত জাগরণ করা ও উদযাপন করা

প্রশ্ন

ক্বদররে রাত জাগরণরে ধরণ কমেন হবে? নামাযরে মাধ্যমে নাকি কুরআন তলোওয়াত, সরিাতে নববী, ওয়াজ-মাহফলি এবং এ উপলক্ষ্যে মসজদিে অনুষ্ঠান করার মাধ্যম?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে শষে দশকে নামায, কুরআন তলোওয়াত ও দোয়াতে মশগুল থকেে এত বশেি পরশ্রিম করতনে অন্য সময় যা করতনে না। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলমি আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে: "যখন (রমযানরে) শষে দশক শুরু হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতনে, নজি পরবিারকে জাগয়িে দতিনে এবং (এর জন্য) তনিি কোমর বঁধেে নতিনে।" মুসনাদে আহমাদ ও সহহি মুসলমিে আরও এসছেে যে, "তনিি শষে দশকে এত বশেি পরশ্রিম করতনে যা অন্য কোন সময় করতনে না।"

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বদররে রাতে ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশা নয়িে কয়িামুল লাইল আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশা নয়িে ক্বদররে রাতে কয়িামুল লাইল পালন করবে তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দয়ো হবে।"[একদল হাদসি গ্রন্থাকার হাদসিটি বর্ণনা করছেনে; ইবনে মাজাহ ছাড়া। এ হাদসিটি নামাযরে মাধ্যমে ক্বদররে রাত জাগরণ করার বষিয়টি প্রমাণ করছ।ে]

তনি:

ক্বদররে রাতে যে দোয়াটি পড়া উত্তম সটেি হচ্ছে ঐ দোয়া যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ)কে শক্ষিা দয়িছেলিনে। ইমাম তরিমযিি আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কি অভমিত, যদি আমি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর তখন আমি কি বলব? তনিি বললনে: তুমি বলব:ে

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নি (অর্থ- হে আল্লাহ্! নশ্চিয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা আপনি পছন্দ করনে। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দনি।"[তরিমযিি হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি বলছেনে]

চার:

রমযান মাসরে কোন একটি রাতকে ক্বদররে রাত হসিবেে নর্দিষ্টি করতে হলে- অপর সব রাতকে বাদ দয়িে- নর্দিষ্টিকারক দলিল প্রয়োজন। কন্তিু শষে দশদনিরে বজেোড় রাতগুলো অন্য রাতগুলোর চয়েে বশেি সম্ভাবনাময়। এবং বজেোড় রাতগুলোর মধ্যে সাতাশতম রাত লাইলাতুল ক্বদ্র হওয়ার বশেি সম্ভাবনাময়। এ সংক্রান্ত হাদসিগুলোর কারণে।

পাঁচ:

বদিাত করা কখনই জায়যে নয়; না রমযানে, আর না রমযানরে বাহরিে অন্য কোন সময়। কনেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে যে তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতে নতুন কছিু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত।" অপর এক বর্ণনায় এসছেে, "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতে নইে; তা প্রত্যাখ্যাত।"।

রমযানরে কছিু কছিু রাতে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয়ে থাকে এসব কাজরে কোন (দাললিকি) ভত্তিি আমাদরে জানা নইে। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ। আর সবচয়েে নকিৃষ্ট বষিয় হচ্ছে (দ্বীনরে মধ্যে) নতুন প্রবর্ততি বষিয়সমূহ।

আল্লাহই তাওফকি্বদাতা।